সমকাল

তারিখ ... 06 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

সক্রিয় এমপিও জালিয়াত চক্র

■ সাব্বির নেওয়াজ ও জিলফুল মুরাদ

মাউশির কম্পিউটার সেলের কারসাজি ● ঘুষের টাকা লেনদেন কুরিয়ার সার্ভিসে

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের 'মাস্টার পে-অর্ডার' বা এমপিওভুক্তি নিয়ে রীতিমতো জালিয়াতি শুরু হয়েছে। কোনো রকম আবেদন ছাড়াই মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) কম্পিউটার সেল (ইএমআইএস) থেকে সরাসরি শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করা হচ্ছে। এ জন্য শিক্ষকপ্রতি নেওয়া হচ্ছে দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা। এ টাকা লেনদেন হচ্ছে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। ঘুষ লেনদেনের দালিলিক প্রমাণ রয়েছে সমকালের হাতে। ঘুষদাতা শিক্ষক ও ঘুষগ্রহীতা কর্মকর্তা উভয়ের সঙ্গে কথাও হয়েছে সমকালের। তারা এ অপকর্মের দায় অস্বীকার করেছেন। তবে জালিয়াতির মাধ্যমে এমপিওভুক্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে সমকালের কাছে স্বীকার করেছেন মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন। তিনি জানান, তারা জালিয়াতির কিছু প্রমাণ পেয়েছেন। তবে এ পর্যন্ত কতজন শিক্ষক-কর্মচারী ভুয়া এমপিওভুক্ত হয়েছেন তা বলেননি তিনি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে প্রায় ৮০০ শিক্ষকের বেতন স্কেল (বেতন কোড) পরিবর্তন হয়েছে। এ হার অস্বাভাবিক বলে মনে করেন তিনি। সমকালের অনুসন্ধানে কেবল রংপুর অঞ্চলেরই ২৬ জন শিক্ষক ভুয়া এমপিওভুক্ত হয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। ভুয়া এমপিওর কারণে প্রতি মাসে সরকারের গচ্চা যাচ্ছে কোটি কোটি টাকা।

এমপিওভুক্তি নিয়ে জালিয়াতি ঠেকাতে গত ৬ এপ্রিল থেকে প্রথমবারের মতো রংপুর অঞ্চলের এমপিওভুক্তির কাজ বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। রাজধানীর শিক্ষা ভবন থেকে এ দায়িত্ব চলে যায় মাউশির রংপুর অঞ্চলের উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে। আবেদন গ্রহণ শুরু হয় অনলাইনে। তবে 'চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী।' অনলাইন পদ্ধতির সুফল মেলেনি বাস্তবে। রংপুরের আট জেলার শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির কাজ সম্পন্ন হয় মাউশির রংপুর আঞ্চলিক

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

সক্রিয় এমপিও জালিয়াত চক্র

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

অফিসে। এ আট জেলা হলো– রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও লালমনিরহাট।

যেভাবে জালিয়াতি : গত জানুয়ারি মাসে কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার নয়টি বিদ্যালয়ের ৯ জন সহকারী শিক্ষক এমপিওভুক্ত হন। অথচ এমপিওভুক্ত হতে তারা কোনো আবেদনই করেননি। নিয়ম অনুযায়ী, এমপিওভুক্তির জন্য আগ্রহী শিক্ষককে অনলাইনে জেলা বা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে মাউশি অধিদপ্তরে আবেদন করতে হয়। দেওয়া তথ্য যাচাই-বাছাই করে মাউশি এমপিও অনুমোদন করে। এরপর মাউশির কম্পিউটার সেল তাদের এমপিওভুক্ত করে। উল্লিখিত ৯ শিক্ষকের আবেদনের কোনো তথ্যই মাউশির কাছে নেই। বাস্তবে সহকারী শিক্ষক হিসেবে এমপিওভুক্ত হয়ে তারা দিব্যি সরকারি বেতন-ভাতা নিচ্ছেন। সমকালের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এমন ঘটনা শুধু কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে নয়, রংপুর বিভাগের কয়েকটি জেলায় একই ঘটনা ঘটেছে। রংপুরের পীরগাছা, মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ; গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর, দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলায়ও ঘটেছে। মাউশির এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (ইএমআইএস) সেলের দুর্নীতিবাজ কয়েক কর্মকর্তা ঘুষ নিয়ে জালিয়াতি করে ওইসব শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এ ব্যাপারে মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন সমকালকে বলেন, জালিয়াতি করে এমপিওভুক্ত করার অভিযোগ তারাও পেয়েছেন। কিছু প্রমাণাদিও মিলেছে। যারা এই অপকর্মের সঙ্গে জড়িত, তাদের মুলোৎপাটন করা হবে।

যারা আবেদন না করেই এমপিওভুক্ত হয়েছেন, সমকালের অনুসন্ধানে রংপুর বিভাগের কয়েকটি জেলার বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসার এমন অন্তত ২৬ জনের নাম পাওয়া গেছে। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৫ সালের মার্চ পর্যন্ত এসব এমপিওভুক্তির কাজ হয়েছে। জানা গেছে, অনলাইনে জালিয়াতির জন্য জেলা ও থানা পর্যায়ে নির্দিষ্ট সিন্ডিকেটের লোকজন রয়েছে। তারা 'মক্কেল' খুঁজে আনেন। দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ নেওয়া হয়েছে। ঘুষের এই টাকা সংগ্রহ করে সিন্ডিকেটের সদস্য নির্দিষ্ট এক শিক্ষক মাউশির ইএমআইএস সেলের এক কর্মকর্তার কাছে পাঠিয়েছেন। এরকম এক ঘটনায় কুড়িগ্রাম থেকে কুরিয়ার সার্ভিসে টাকা পাঠানোর প্রমাণ পাওয়া গেছে। কুড়িগ্রামের রাজারহাট আদর্শ দ্বিমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লুৎফুর রহমান আও রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোড শাখায় 'সাইফুর রহমান' নামের এক ব্যক্তির কাছে টাকা পাঠিয়েছেন। ওই ব্যক্তির নাম (সাইফুর রহমান) ও মোবাইল নম্বর নিয়ে মাউশিতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, তিনি মাউশির ইএমআইএস সেলের প্রোগ্রামার। (বর্তমানে তিনি বরিশালে একটি প্রকল্পের প্রোগ্রামারের দায়িত্বে রয়েছেন) গত ২০১৪ সালের মে মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত পাঁচ ধাপে কুড়িগ্রাম থেকে সাইফুর রহমানের নামে সাড়ে ১৮ লাখ টাকা পাঠানো হয়। জানা গেছে, একটি ঘটনায় ঝামেলা হওয়ার পর থেকে কুরিয়ারে না করে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা লেনদেন করা হয়েছে। দেশের একটি নির্দিষ্ট জেলার একজন শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা ভবনের এক প্রোগ্রামারের কাছে এত টাকা পাঠানোর কী রহস্য থাকতে পারে তা নিয়ে টাকার প্রেরক ও গ্রাহক উভয়ের সঙ্গেই কথা বলেছে সমকাল। লুৎফুর রহমান আও এবং সাইফুর রহমান দু'জনই কেউ কাউকে চেনেন না বলে সমকালের কাছে দাবি করেন। তবে কী কারণে একজন অপরজনকে এত টাকা পাঠালেন সে বিষয়ে জানতে চাইলে তারা কেউই সদুত্তর দিতে পারেননি। সাইফুর রহমান বলেন, 'টাকা লেনদেন বিষয়ে তার কোনো বক্তব্য নেই।' তিনি একজন ক্ষুদ্র কর্মকর্তা। অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ে আরও বড় প্রোগ্রামার আছেন। তারাই ভালো বলতে পারবেন।

লুৎফুর রহমান আও বলেন, তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি ব্যবসা করেন। জানা গেছে, রংপুর বিভাগের এমপিওভুক্তির কাজটি কম্পিউটার সেলে সাইফুর রহমানই করতেন। রংপুর বিভাগের আটটি জেলার এমপিওভুক্তকরণের কাজ লুৎফুর রহমান আও করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শিক্ষকদের কাছ থেকে উৎকোচের অর্থ আদায়ের অভিযোগে পীরগঞ্জ হোসেনপুর মদিনাতুল উলুমিয়া দাখিল মাদ্রাসায় সুপার নুরুল হক এবং সহকারী মৌলভী আবদুল হামিদকে মাউশিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গত ১ সেপ্টেম্বর ডাকা হয়। রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলার সাতজন শিক্ষক তাদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে টাকা নিয়ে স্কেল পরিবর্তনের লিখিত অভিযোগ করেন। ওই সাতজনের কাছ থেকে পাঁচ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে বলে তারা মাউশিকে জানান। তবে এই দুই শিক্ষক উভয়েই অভিযোগ অস্বীকার করেন।

মাউশির এক কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা বা কর্মকর্তারা অনলাইনে কাজ করতে পক্ষ। অফিসে বা অন্য কোথাও বসে (পাসওয়ার্ড চুরি করে) এ জালিয়াতির কাজ করতে পারেন। অনেক সময় ইএমআইএস সেলের সফটওয়্যার হ্যাং হয়ে এক বা দুই দিন কাজ বন্ধ থাকে। সফটওয়্যার তখন তাদেরই নিয়ন্ত্রণে থাকে। এই সময় তারা শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির কাজটি করে থাকেন। আর মাউশি পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক এলিয়াস হোসাইনের ধারণা, বাইরের কোনো হ্যাকার এ কাজটি করে থাকতে পারেন। তবে শিক্ষা ভবনের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুধু সফটওয়্যার হ্যাক করেই বাইরের কারও পক্ষে এমপিওভুক্তির কাজ সম্পাদন সম্ভব নয়। কারণ, বাইরের হ্যাকারের কাছে এমপিওভুক্ত হওয়া শিক্ষকদের বিস্তারিত তথ্য থাকা সম্ভব নয়।

দেখা গেছে, অনলাইন জালিয়াতির মাধ্যমে এমপিওভুক্তি ছাড়াও নিয়োগ পাওয়া এক শিক্ষককে অন্য বিষয়ে এমপিও প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী সরকারি বিধি অনুযায়ী দশম কোডের বেতন পাওয়ার কথা। অনলাইন জালিয়াতির মাধ্যমে তাদের কোড পরিবর্তন করে নবম কোডে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার নারায়ণপুর দাখিল মাদ্রাসা, নিধিরামপুর দাখিল মাদ্রাসা, বিজুল ফাজিল মাদ্রাসা, গুড়গুড়ি দাখিল মাদ্রাসায় সহকারী মৌলভীর কোড পরিবর্তন হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কুড়িগ্রাম জেলার নাজিম খান স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক অরুণা রানী রায়, নাজিম খান মহিলা দাখিল মাদ্রাসার সমর কুমার সরকার, যাত্রাপুর হাইস্কুলের শহিদ মিয়া, কাচিরচর হাইস্কুলের ইউনুস আলী, পূর্ব সুখাতি উচ্চবিদ্যালয়ের নাজমুন নাহার, নুন খাওয়া উচ্চবিদ্যালয়ের মোসলেম উদ্দিন, জয়মংগল উচ্চ বিদ্যালয়ের আনোয়ারা খাতুন, লালমনিরহাট জেলার সুন্দরগ্রাম কুটিকাটা উচ্চবিদ্যালয়ের শাহজাহান আলী, রংপুরের পবিত্র ঝাড় নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শফিকুল ইসলাম, সারা মেমোরিয়াল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আয়েশা খাতুন, লাইপুর উচ্চবিদ্যালয়ের মোমেনুল ইসলাম, বেতগা উচ্চবিদ্যালয়ের লতিফুল ইসলাম ও আক্তারুজ্জামান, বালুয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শাহ আমিনুল ইসলাম, জামদানী উচ্চবিদ্যালয়ের মঞ্জু আরা খাতুন, শরালিয়া বেতকাপা উচ্চবিদ্যালয়ের শিশির কুমার বর্মণ, গাইবান্ধার মাদারহাট আদর্শ নিম্ন বিদ্যালয়ের মজিদ মিয়া, কৃষিপুর দাখিল মাদ্রাসার জাহিদুল ইসলাম, আমবাগান গার্লস উচ্চবিদ্যালয়ের ফরিদা ইয়াসমিন, নীলফামারীর উত্তর ছাতনাই উচ্চবিদ্যালয়ের মামুন মিয়ার বিরুদ্ধে অনলাইন জালিয়াতি করে এমপিওভুক্তি, কোড পরিবর্তন এবং বিষয় পরিবর্তন করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মাউশির কর্মকর্তা যা বলেন : মাউশি পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক এলিয়াস হোসাইন সমকালকে বলেন, এমপিওভুক্তিকরণ প্রতি মাসেই কমবেশি হয়। সাড়ে চার লাখেরও বেশি এমপিওভুক্ত শিক্ষকের তালিকা মাউশিতে রয়েছে। এর মধ্যে কোনটা জালিয়াতির মাধ্যমে তালিকাভুক্ত হয়েছে তা খুঁজে বের করা কঠিন। তিনি বলেন, 'মাউশিতে অনলাইন জালিয়াতির অভিযোগ এসেছে। তদন্তও চলছে। কীভাবে অনলাইন জালিয়াতি হলো তা তদন্তের জন্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।'

ইএমআইএস সেলে কর্মরত আগের কর্মকর্তাদের বদলি করে নতুন কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।